কালের কণ্ঠ

22 DEC 2013

### আখাউড়ায় ছিনতাইয়ের অভিযোগ

# নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দুই শিক্ষক গ্রেপ্তার

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▶**

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার শহীদ নোয়াব মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. এরফানুল ইসলাম শরীফ ও অতিথি শিক্ষক আবু নাসির মো. জাকারিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। জনি সিকদার নামের এক যুবলীগকর্মী ছিনতাই ও মারধরের অভিযোগ এই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় গত শুক্রবার বিকেলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে ওই শিক্ষকদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় আখাউড়ায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে নিন্দার ঝড় বইছে। তাঁরা দাবি করেন, নিয়োগকে কেন্দ্র করে এই দুই শিক্ষককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। অবিলম্বে তাঁরা ওই শিক্ষকদের মুক্তি ও ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। গ্রেপ্তারকৃত এরফানুল ইসলাম শরীফ আখাউড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

এলাকাবাসী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গভর্নমেন্ট মডেল গার্লস স্কুলে আখাউড়ার হীরাপুর শহীদ নোয়াব মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও গণিতের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এরফানুল ইসলাম শরীফ ও অতিথি শিক্ষক আবু নাসির মো. জাকারিয়া নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার ফলাফল জেনে বিদ্যালয়ের বাইরে আসামাত্র পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আখাউড়ার বড় কুড়িপাইকা গ্রামের জনি সিকদার গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়, মোটরসাইকেলযোগে যাওয়ার পথে উপজেলার নূরপুর এলাকায় জনি সিকদারকে মারধর করে নগদ সাত হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোনসেট রেখে দেন ওই দুই শিক্ষক।

তবে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, মূলত নিয়োগকে কেন্দ্র করেই ওই দুই শিক্ষককে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে নিয়োগ পরীক্ষার আগের দিন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়। তাঁরা নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন বুঝতে পেরেই পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনা হয়।

হীরাপুর শহীদ নোয়াব মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. আব্দুল কাদের বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কিছু কোন্দল আছে। এরই জের ধরে ওই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। এখন ওই শিক্ষকদের আইনগতভাবে সহায়তা করা হবে।

আখাউড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, 'নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই এ ধরনের মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। এই দুই শিক্ষক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করে। এভাবে মিথ্যা মামলায় শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা হলে আমরা কিভাবে সম্মান নিয়ে চাকরি করব। প্রত্যেক স্কুলেই এ ধরনের ষড়যন্ত্রকারী আছে। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চাই।'

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও আখাউড়া থানার এসআই মো. আবুল হাসেম বলেন, প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগকারীকে মারধর করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে মামলা নথিভুক্ত করা হয়। অন্য বিষয়েও আমরা তদন্ত করছি। গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষকদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।